

‘ব্যক্তির থেকে দল বড়’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ ব্যক্তি নয়, দলই বড়। ডিজিটাল যোদ্ধা কনক্রেড থেকে সাফ বার্তা তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বললেন, “মেজো-সেজো নেতার নামে জয়ধ্বনি নয়। দলকে ভালোবাসুন।” নেতা-কর্মীদের তৃণমূল সাংসদের নির্দেশ, তৃণমূল সরকারের জনমুখী প্রকল্পের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। সোমবার মিলন মেলা প্রাক্কশে ডিজিটাল যোদ্ধা কনক্রেডে যোগ দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দলের অস্থিটি সেলের সদস্য-কর্মীদের কুণ্ডলতা জানান তিনি। এদিনের মঞ্চ থেকেই অভিষেক ভাষণ বুলিয়ে দিলেন, নিজের স্বার্থে দলকে ব্যবহার করলে তা বরদাস্ত করা হবে না। দলকে



ভালোবাসতে হবে। আমজনতার পাশে দাঁড়তে হবে। এদিন অভিষেক বলেন, “ব্যক্তি নয়, দলই বড়। মেজো-সেজো নেতার নামে জয়ধ্বনি নয়। দলকে ভালোবাসুন।” এদিন সংবাদ মাধ্যমকে নিশানা করেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের সাফল্যের কথা দেখানো হয় না। এরপরিই কর্মীদের উদ্দেশ্যে অভিষেক বলেন, “সংবাদ মাধ্যম যদি প্রচার না করে তাহলে আমাদেরই করতে হবে। তার জন্য আমাদেরই করতল মিডিয়া-ফেসবুক, এল্ল, ইউটিউব। আপনারা অনেকেই ভানেন কী প্রচার করব, কী বলব। আপনারা দলের নামে জয়ধ্বনি করুন। আমাদের সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরুন।” কীভাবে বিজেপির সঙ্গে লড়তে হবে তার রণকৌশল এদিন বলে দিলেন অভিষেক। তিনি বলেন, “বিজেপির অর্থলব্ধ রয়েছে। আমরা মিশোবদীর পাটি নই। আমরা আদর্শের উপর দল করা। আমরা রটনাতে ঘনিষ্ঠ বানাতে পারব না যেটা বিজেপি করে। ওরা বাংলাকে কলুষিত করার জন্য অনেক কিছু করে। আমাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। বিজেপি যদি কিছু পোস্ট করে সঙ্গে সঙ্গে তা যাচাই করে পালটা দিন।” সর্বমিলিয়ে এদিনের কনক্রেডে অভিষেক বুলিয়ে দিলেন, বিজেপিকে হঠাতে মার্চ-ময়ালানের মতোই সোশাল মিডিয়াতেও লড়াই করতে হবে বিজেপির সঙ্গে।

কমিশনকে নোটিশ ধরাল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারিঃ ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর মামলায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বাংলার দুই সাংসদ জেরেক ও ব্রায়েন এবং সোলা সেনের করা মামলার ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। কিন্তু নোটিশে কোন প্রসঙ্গ তুলে ধরল বিচারপতিদের বৈধতা? এদিন দেশের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে চলছিল এসআইআর শুনানি। সম্প্রতি রাজ্যে চলা নিবিড় পরিমার্জন প্রক্রিয়া নিয়ে আলাদা করে মামলা করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন এবং সোলা সেন। সেই ভিত্তিতেই সোমবার শুরু হয়েছিল শুনানি। সাংসদদের পক্ষে এজলাসে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কপিল সিবল। কমিশনের বিরুদ্ধে এসআইআর প্রক্রিয়ায় গাফিলতি এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সাংসদদের পক্ষে রণজয়ালকারী। প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন বেঞ্চকে কপিল সিবল জানিয়েছেন, “নির্বাচন কমিশন বেশির ভাগ নির্দেশ হোয়াটসআপের মাধ্যমে দেয়। যা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আচরণ বলেই দাবি তারা। শুধু তা-ই নয়, বাংলার বহু ভোটারকে অযৌক্তিক ভাবে চিহ্নিত করে শুনানিতে ডাকা হয়েছে বলেও অভিযোগে আইনজীবীরা। তাঁর দাবি, ‘কমিশনের চিহ্নিত একাধিক যুক্তিভূত অমিল বা লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি, আসলেই অযৌক্তিক ইলেকট্রনিক্স।’। আদালত সূত্রে খবর, কপিল সিবলের তুলে ধরা যুক্তি ভিত্তিতে কমিশনের কাছে জবাব চেয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ভারতের প্রতিশ্রুতি অটুট



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ ভাষণে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মেরজকে ভারত সফরে স্বাগত জানানো হয়। তিনি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতর কৌশলগত অংশীদারিত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উঠে আসে, এই সফরের তাৎপর্য, যা দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, “ভারত ও জার্মানির মতো দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সারা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, “ভারতের এবং জার্মানির মধ্যে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, এবং এই সফর দুই দেশের সম্পর্কের নতুন অধ্যায় রচনা করবে।” তিনি দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের মজবুত ভিত্তি তুলে ধরেন। ৭৫ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এই সম্পর্ক একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বর্তমানে, দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে এবং ভারতে ২,০০০টিরও বেশি জার্মান কোম্পানি তাদের ব্যবসা পরিচালনা করেছে, যা পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, প্রযুক্তি, নবীকরণযোগ্য শক্তি, গ্রিন হাইড্রোজেন এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত ও জার্মানির সহযোগিতার বৃদ্ধির দিকে। তিনি বলেন, “এই খাতগুলোতে দুই দেশের মধ্যে উন্নত সহযোগিতার জন্য আমরা একাবদ্ধভাবে কাজ করছি এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক সাফল্য অর্জন করতে পারবো।” ভাষণের এক পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী ভারতের এবং জার্মানির মধ্যে জনগণের সম্পর্কের ঐতিহাসিক দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ নাম উল্লেখ করে বলেন, “এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ভারত এবং জার্মানির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জার্মানিতে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রসারের পথ প্রশস্ত করেছে, এবং স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তি স্থাপন করেছে।” প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও জানান, ভারত এবং জার্মানি ভবিষ্যতে একে অপরের সহযোগিতা করতে শিক্ষা, মোবিলিটি এবং দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রেও একসঙ্গে কাজ করবে। তিনি বলেন, “আজকের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হলে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন শেয়ার করতে হবে। শিক্ষা, প্রযুক্তি, এবং দক্ষতা উন্নয়ন এই সহযোগিতার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হবে।”

স্বামীজিকে মালা পরিয়ে সুকান্ত বললেন ‘সং লোকের হাতে আগে পাক’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে জমেছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভিড়। সোমবার সকাল থেকেই এলাকাভূমি পড়েছে পোস্টারও। কোনও পোস্টারে মুখ হয়েছে



‘যুবরাজ’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও পোস্টারে আবার রাজ্যের বিরোধী দলনোতা শুভেন্দু অধিকারী। যা ঘিরে জমজমাট রাজনীতি। সোমবার বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে সকাল সকাল সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীরা। সিকলে বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে সেখানে যাওয়ার কথা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ইতিমধ্যেই তাঁকে সোমবে সিমলা স্ট্রিটে পোস্টারও পড়েছে শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়েও। দেখা গিয়েছে, বিবেকানন্দের বাড়ির সামনের অংশ পুরোটাই তৃণমূলের পোস্টার। তাতেই স্বাগত জানানো হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পড়েছে শুভেন্দু অধিকারীর পোস্টার। তাতে লেখা, ‘গর্ব করে বল, আমি হিন্দু’। অবশ্য, এই পোস্টার কিন্তু বিজেপি লাগানো। আয়োজক হিসাবে লেখা রয়েছে, শুভেন্দুর আইটি সেলের প্রজা। আমি তো তাই আগে গিয়ে

এসআইআর নিয়ে জ্ঞানেশকে পঞ্চম চিঠি মমতার

‘কমিশন কি নিজের আইনি প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার করছে?’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় গুরুতর গাফিলতি ও প্রশাসনিক অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে পঞ্চম বার। চিঠিতে সরাসরি অভিযোগ, চলতি সংশোধন প্রক্রিয়ার ফলে সাধারণ মানুষ অযথা হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং যোগ্য ভোটারদের নাম বেসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ছে। সোমবারের এই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এসআইআর-এর নামে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তা মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং সংবিধানসম্মত নয়। তাঁর দাবি, শুনানির সময় বহু ভোটার প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলেও তার কোনও স্বীকৃতি বা রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। পরে যাচাইয়ের পর্যায়ে সেই নথিগুলিকে ‘খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না’ বা ‘রেকর্ডে নেই’ বলে দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। মমতার অভিযোগ, নথি জমা দেওয়ার কোনও প্রমাণ ভোটারদের হাতে না থাকায় তারা পুরোপুরি প্রশাসনিক গাফিলতির দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এতে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, “এসআইআর-এর উদ্দেশ্য ছিল ভোটার তালিকা শুদ্ধ করা,

যোগ্য ভোটারদের বাদ দেওয়া নয়।” চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে যাদের নাম ইতিমধ্যেই যুক্ত রয়েছে, তাঁদের অনেককেই অকারণে শুনানির



নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। অথচ তারা নিজেরাই বা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে পুরনো ভোটার তালিকার সঙ্গে ম্যাপ করা। ফলে নতুন করে শুনানির প্রয়োজন নেই। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়ছে, পাশাপাশি মার্চপর্যায়ের কর্মীরাও অকারণ ক্ষোভের মুখে পড়ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ ভাবে আপত্তি তুলেছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে পুরনো নথি স্থান ও অনুবাদের বিষয়টি নিয়ে। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় নাম, বয়স, লিঙ্গ, সম্পর্ক বা

সরকারি নথির ভিত্তিতে তাঁদের তথ্য সংশোধন করিয়েছেন এবং সেই সব তথ্য যাচাই করে বর্তমান ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন সেই দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়াকেই উপেক্ষা করে আবার নতুন করে পরিচয় ও যোগ্যতা প্রমাণের জন্য ভোটারদের বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। মমতার প্রশ্ন, কমিশন কি তাহলে নিজস্ব আইনগত প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার করছে? ২০০২ সালে ফিরে যাওয়ার অর্থ কি গত দু’দশকে হওয়া সব সংশোধনকে অবৈধ বলে ধরে নেওয়া? তাঁর মতে, এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ খামখেয়ালি এবং সংবিধানের ভাবনার পরিপন্থী। এ ছাড়া, নামের সামান্য বানানগত পার্থক্য, বয়সের ছোটখাটো ভুলের মতো বিষয় নিয়েও শুনানির নোটিশ জারি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এগুলি সহজ প্রশাসনিক সমাধানের মাধ্যমেই মেটাতে সম্ভব ছিল। অথচ সেই সুযোগ না দিয়ে সরাসরি শুনানির পথে হাটা হচ্ছে। চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, নির্বাচন কমিশন দ্রুত এই বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করবে। শুধু সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করাই নয়, প্রশাসনিক যন্ত্রকেও অযথা চাপের হাত থেকে মুক্ত রাখা এবং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করা এই হস্তক্ষেপের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর।

‘আইন নিজের হাতে নেওয়ার একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছেন মমতা’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারিঃ সোমবার কলকাতায় সরকারি ছুটি কিংবা সিল্পিতে তো নয়। আই-প্যাক সংক্রান্ত মামলা সোমবার নাটকীয় মোড় নিল নয়াদিল্লিতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে জরুরি শুনানির আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেল ইডি। ইডির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে আইন নিজের হাতে নিচ্ছেন এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কাজে বাধা দিতে রাজ্য পুলিশকে ‘অপব্যবহার’ করা হচ্ছে। ইডির আবেদনে বলা হয়েছে, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দসই না হলে বা তাতে তার দল, মন্ত্রী কিংবা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তথ্য উঠে আসার সম্ভাবনা থাকলে-তখনই একই ধরনের হস্তক্ষেপের ‘প্যাটার্ন’ দেখা যাচ্ছে। শীর্ষ আদালতে

আধিকারিকরা তদন্তকারী অফিসারদের ডয় দেখান, হুমকি দেন এবং তল্লাশির সময় বাজেয়াপ্ত করা গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ইলেকট্রনিক প্রমাণ কেড়ে নেন। এমনকি তল্লাশি আর চালাতেও দেওয়া হয়নি। ইডির ভাষায়, এটি ছিল প্রিভেনশন অফ মনি লভারি়ে আশ্রিত অনুযায়ী সংগৃহীত প্রমাণে সরাসরি হস্তক্ষেপ। ইডির স্পষ্ট বক্তব্য, সংগৃহীত

প্রমাণের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের যোগ নেই। তা সত্ত্বেও, মুখ্যমন্ত্রী ও শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের মাধ্যমে সেই প্রমাণ কেড়ে নেওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে ঘটায় সংবিধান ও আইনের শাসন চরমভাবে

অপমানিত হয়েছে। ইডি আরও বলেছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বে থাকায় রাজ্য পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করা অর্থহীন। এতে প্রকৃত তদন্ত না হয়ে প্রভাবশালীদের আাল করার চেষ্টা হবে। ইডির

আবেদনে দাবি করা হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানির সময়ও শাসক দলের সমর্থকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। এমনকি দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আদালতে ভিডিও জমাতে বার্তাও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে আদালত শুনানি মূলতুই রাখতে বাধ্য হয়। এই প্রেক্ষিতে ইডি শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত সিবাই-কে দিয়ে করানো হোক। ইডির মতে, এটি ‘রোয়েস্ট অফ রোয়ার’ পরিস্থিতি, যেখানে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ জরুরি-যাতে কোনও রাজনৈতিক নেতা ভবিষ্যতে প্রকাশ্যে আইন নিজের হাতে নেওয়ার সাহস না পান। এই মামলার শুনানিতে কী অবস্থান নেয় সুপ্রিম কোর্ট, সেদিকেই এখন নজর গোটা দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

অপমানিত হয়েছে। ইডি আরও বলেছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বে থাকায় রাজ্য পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করা অর্থহীন। এতে প্রকৃত তদন্ত না হয়ে প্রভাবশালীদের আাল করার চেষ্টা হবে। ইডির

আবেদনে দাবি করা হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানির সময়ও শাসক দলের সমর্থকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। এমনকি দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আদালতে ভিডিও জমাতে বার্তাও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে আদালত শুনানি মূলতুই রাখতে বাধ্য হয়। এই প্রেক্ষিতে ইডি শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত সিবাই-কে দিয়ে করানো হোক। ইডির মতে, এটি ‘রোয়েস্ট অফ রোয়ার’ পরিস্থিতি, যেখানে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ জরুরি-যাতে কোনও রাজনৈতিক নেতা ভবিষ্যতে প্রকাশ্যে আইন নিজের হাতে নেওয়ার সাহস না পান। এই মামলার শুনানিতে কী অবস্থান নেয় সুপ্রিম কোর্ট, সেদিকেই এখন নজর গোটা দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

শুদ্ধতার সন্ধানে গঙ্গাসাগর মেলায় ভিনদেশি পুণ্যার্থীদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ১২ জানুয়ারিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ভারত তীর্থ’ কবিতায় কবি ভারতভূমিকে পুণ্যতীর্থ বলেছেন। কত তীর্থস্থান এই দেশে। কতশত পুণ্যতীর্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিলনক্ষেত্র গঙ্গাসাগর। যেখানে প্রত্যেক বছরই দেশের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে পুণ্যলভের উদ্দেশ্যে ভ্রূত নেন। বিশ্বাস, সংস্কার ও আধ্যাত্মিক টানেই এই তীর্থভূমিতে মানুষের ঢল নামে। এ বছরও তার বাতীক্রম নয়। তবে এবার গঙ্গাসাগর মেলায় যে দৃশ্যটি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে, তা হল ভিনদেশি ভক্তদের আগমন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের তীর্থযাত্রীদের পাশাপাশি এবার গঙ্গাসাগরের তটে দেখা মিলছে ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ-সহ একাধিক দেশের ভক্তদের। গেরুয়া বসন, কপালে তিলক, হাতে জপমালা - ভিনদেশি ভক্তদের উপস্থিতি মেলার আবহকে আরও নৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা হলেও

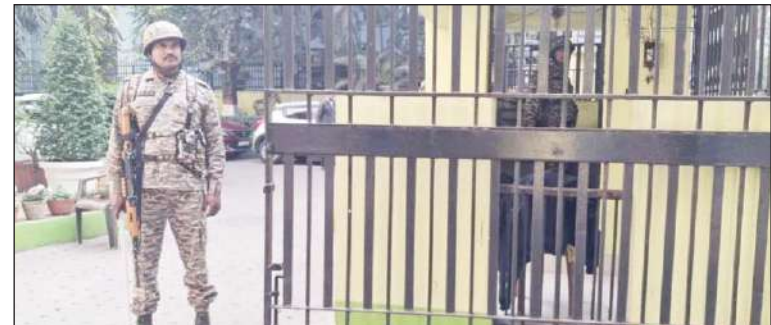
বিশ্বাসের স্রোত যেন এক জায়গাতেই মিলিত হয়েছে। এই দৃশ্যগুলো তেমনই বলে। ভোরের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে পুণ্যস্থানে মেতে উঠছেন ভিনদেশি ভক্তরা। কারও চোখে ধ্যানের গভীরতা, কারও মুখে প্রশান্তির ছাপ। অনেকেই জানাচ্ছেন, গঙ্গাসাগরের মাথাত্তা তাঁদের কাছে বহুদিন ধরেই পরিচিত। সেই টানেই সুদূর দেশ ছেড়ে তারা এখানে এসেছেন। পুণ্যস্থানের অভিজ্ঞতাকে জীবনের এক অনন্য ও স্মরণীয় মুহূর্ত বলেই মনে করছেন তারা। গঙ্গাসাগর মেলা কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মানবিকতার এক বৃহৎ মিলনক্ষেত্র। ভিনদেশি ভক্তদের উপস্থিতি গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মাত্রা দিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ও পরিবেশের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে, যাতে দেশ-বিদেশের সমস্ত ভক্ত নির্বিঘ্নে পুণ্যস্থান ও মেলায় অংশ নিতে পারেন। সব মিলিয়ে, প্রতিবছরের মতোই এ বছরও গঙ্গাসাগর মেলায় মানুষের ঢল নেমেছে। তবে সেই ডিঙের মধ্যেই ভিনদেশি ভক্তদের পুণ্যের ভূবর দৃশ্য নতুন করে চোখে আভুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে- ভারতভূমি সত্যিই এক পুণ্যতীর্থ, যার আকর্ষণ ছাড়িয়ে যায় দেশের সীমানা।



আইপ্যাক-কাণ্ডের পরেই নিরাপত্তা বাড়ল ইডি দফতরের, মোতায়েন বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ সিবাইআই গিয়েছে নিউটাউনে। এখন সিজিও কমপ্লেক্স হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের টিকানা। সিবাইআই-বিদায়ের পর সেখানে মোতায়েন ছিল না কোনও আধাসেনা। প্রহরী হয়েছিল নিরাপত্তা প্রদানকারী একটি বেসরকারি সংস্থা। কিন্তু আইপ্যাক-কাণ্ডের পরেই সেই সিজিও-র নিরাপত্তায় বাড়তি গুরুত্ব দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বেসরকারি সংস্থা নয়, অবশেষে মোতায়েন সিআরপিএফ বাহিনী। অবশ্য, বাহিনী মোতায়েন এবং আইপ্যাকের অফিসে হওয়া ‘সংঘাতের’ সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়নি। গোটা ব্যাপারটিই যেন সমাপ্ত। শাহের দফতর সূত্রে খবর, বর্তমানে ইডির অধীনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত চলছে। সেগুলির প্রয়োজনীয় নথি, গোপন নথি - সবটাই জমা পড়ছে এই সিজিও দফতরেই। তাই সেই নথিগুলির কথা মাথায় রেখেই বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে মোতায়েন হয়েছে

বাহিনী। এই সিজিও কমপ্লেক্সে প্রবেশের জন্য মোট দু’টি প্রবেশদ্বার রয়েছে। বর্তমানে এই দু’টি গেটে ছ’জন করে মোতায়েন করা হয়েছে মোট ১২ জনকে। সম্প্রতি এই বাহিনী



মোতায়েনের কথা মাথায় রেখেই বৈঠকে বসেছিলেন ইডি ও সিআরপিএফ বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তারা। সেই বৈঠকেই নিরাপত্তা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়। আধাসেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাও আবার একেবারে আইপ্যাক-কাণ্ড

বিরুদ্ধে তদন্তে প্রতিবেশীদের তলব করল ইডি। লাউডন স্ট্রিটে বাড়ি প্রতীকের। ওই আবাসনের অন্যান্য আবাসিক এবং পাশের আবাসনের বাসিন্দাদেরও তলব করেছে ইডি। সূত্রের খবর, ইডি তল্লাশিতে যাওয়ার পর আবাসনের বাসিন্দারা কী শুনেছিলেন, তল্লাশিতে আসার

পর থেকে অফিসারদের গতিবিধি কী ছিল, আর কারা ঢুকেছিলেন, কাদের দেখা গিয়েছিল- এই সকল তথ্যই জানতে চাওয়া হয়েছে প্রতীকের প্রতিবেশীদের কাছে। এদিকে মোতায়েন বাহিনীর ঘটনার পরই রাজ্যে এল সিআরপিএফের এক কোম্পানি রায়ফ। জামশেদপুর থেকে এসেছে এই এক কোম্পানি রায়ফ সূত্রের খবর, পরবর্তীতে ইডি বা কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি তল্লাশিতে গিয়ে বাধার মুখে পড়লে বা আইনশৃঙ্খলা জনিত সমস্যা সৃষ্টি হলে পাঠানো হবে রায়ফ-এর এই বাহিনীকে। আপাতত রাজ্যের সিজিও সিআরপিএফ ক্যাম্পে তারা রিজর্ভে থাকবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার করা নির্বাচনের আগে কোনও রাজনৈতিক উত্তেজনা বা হিংসা সৃষ্টি হলেও সেখানে পরিস্থিতি সামলাতে যাবে সিআরপিএফের রায়ফ। সিআরপিএফ-এর রায়ফ-এর কাছে আইনশৃঙ্খলা মোকাবিলায় বিশেষ গাঢ়ি ছাড়াও আরও অত্যাধুনিক সরঞ্জাম আছে।

স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতি মুরুর



নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।সোমবার রাষ্ট্রপতি এঞ্জাবার্ডীয় লিখেছেন, জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পাতিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁর প্রতি বিনশ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। একজন কাভজম্বী দূরদর্শী এবং আধ্যাত্মিক প্রতীক, তিনি প্রচার করেছিলেন যে মনের শক্তি এবং মানবতার সেবা একটি অর্থপূর্ণ জীবনের ভিত্তি। তিনি ভারতের চিরন্তন জ্ঞানকে বিশ্বে বহন করেছিলেন।স্বামীজি ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় গর্ব জাগিয়ে তুলেছিলেন। যুবসমাজকে দেশ গঠনে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা মানবতাকে অনুপ্রাণিত করে চলবো।অন্যদিকে জন্মবার্ষিকীতে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বামী বিবেকানন্দকে যুবদের প্রেরণাক্রমেত আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার এক্ষ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, ভারতীয় যুব সমাজের অনুপ্রেরণার শক্তিশালী উৎস স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কর্ম বিকশিত ভারতের সকল্লে নতুন শক্তি সঞ্চার করে চলছে। জাতীয় যুব দিবসের এই শুভক্ষণ আমাদের সমস্ত দেশবাসীর, বিশেষ করে আমাদের তেল্ল বন্ধুদের মধ্যে নতুন শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসুক।

সূর্য সেন-কে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :সোমবার সূর্য সেনের (২২ মার্চ ১৮৯৪ - ১২ জানুয়ারি ১৯৬৪) মৃত্যুবার্ষিকী। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তকালীন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং নিজের জীবন বলিদান করেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী এঞ্জাবার্ডীয় লিখেছেন, চট্রগ্রামের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক, শহিদ মাস্টারদা সূর্য সেন-এর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম। ‘ আদর্শের মৃত্যু নেই’ - তাই তিনিও অমর।প্রসঙ্গত, পূর্বসেনের বাহিনী কয়েকদিনের জন্যে ব্রিটিশ শাসনকে চট্রগ্রাম এলাকা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। সূর্য সেনের অন্যতম সাথী বিপ্লবী অনন্ত সিংহের ভাষায় কে জানতো যে আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন সেই নিরীহ শিক্ষকের ছিন্ন প্রশান্ত চোখ দুটি একদিন জ্বলে উঠে। মাতৃভূমির দ্বিশতাব্দীব্যাপি অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে উদাত্ত হব? ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য বর্বর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ, জাতিমান ওগালাবাগের নৃশংস হতাকাণ্ডের প্রতিশোধ! কে জানতো সেই শীর্ণ বাহু ও ততোধিক শীর্ণ পদযুগলের অধিকারী একদিন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির বৃহত্তম আয়োজনকে ব্যর্থ করে - তার সমস্ত ক্ষমতাকে উপহাস করে বসরের পর বসর চট্রগ্রামে গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জালিয়ে তুলবে?

প্রশান্তর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো জনপ্রিয় গায়ক এবং অভিনেতা প্রশান্ত তামাংয়ের। রবিবার সকালে দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪৩ বছর বয়সি অভিনেতার। ভারতের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ইন্ডিয়ান আইডলে জেতার পরেই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রশান্তর।প্রশান্তর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষ মাধ্যমে শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ‘ইন্ডিয়ান আইডল’ খ্যাত জনপ্রিয় গায়ক এবং জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (গ্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এক্‌টই এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ডাফ্রেঞ্জ নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

গ্রিনল্যান্ড ঘিরে আমেরিকার কৌশলগত আগ্রহ

ফের স্পষ্ট, ন্যাটো নিয়েও তোপ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারিঃ গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে আমেরিকার কৌশলগত আগ্রহ নতুন করে স্পষ্ট করলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক বক্তব্যে তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন, গ্রিনল্যান্ড যদি আমেরিকার অধীনে না আসে, তবে রাশিয়া বা চিন সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে-এবং তিনি তা কোনওভাবেই মেনে নেবেন না। ট্রাম্পের কথায়, গ্রিনল্যান্ডের সঙ্গে একটি চুক্তি করাই তাঁর লক্ষ্য, যা তাঁর মতে সহজ। তবে সেই চুক্তি যেভাবেই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত গ্রিনল্যান্ড আমেরিকারই হবে-এমন দৃঢ় বার্তাই দিয়েছেন তিনি।ট্রাম্পের এই মন্তব্যের মের আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় উঠে এল উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের এই বিশাল বরফাছাটিল ভীপটি। ভৌগোলিকভাবে ইউরোপের কাছাকাছি হলেও গ্রিনল্যান্ডের অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ দীর্ঘদিন ধরেই বৈশ্বিক শক্তিগুলির নজরে। ট্রাম্পের বক্তব্যে স্পষ্ট, এই অঞ্চলকে ঘিরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং গভীরভাবে কৌশলগত। তাঁর আশঙ্কা, আমেরিকা যদি সক্রিয় না থাকে, তবে রাশিয়া কিংবা চিন সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে



পারো।গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে ট্রাম্পের এই অবস্থান নতুন নয়। আগেও তিনি দ্বীপটি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, যা আন্তর্জাতিক মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। এবার ফের সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ক্ষমতার কেন্দ্রে ফিরলে এই বিষয়ে তাঁর অবস্থান বদলাবে না। তাঁর বক্তব্যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এক ধরনের কঠোর বার্তাও রয়েছে-গ্রিনল্যান্ড প্রস্নে তিনি আপস করতে রাজি নন।একই সঙ্গে ন্যাটো নিয়েও কড়া মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, ন্যাটোকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই ছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ন্যাটোর সদস্য দেশগুলিকে তিনি জিডিপি ৫.৫

শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে বাধ্য করেছিলেন। আগে এই হার ছিল ২ শতাংশ, এবং অনেক দেশেই সেই অর্থ দিতে ব্যর্থ হয়েছিল বলে তাঁর অভিযোগ। ট্রাম্পের দাবি, তাঁর চাপেই সদস্য দেশগুলি প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে বাধ্য হয়।ট্রাম্প আরও বলেন, তিনি রাষ্ট্রপতি না হলে আজ হয়তো ন্যাটোর অস্তিত্বই থাকত না। তাঁর মতে, আমেরিকা ন্যাটোতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে, কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়-সংকটের সময় ন্যাটো কি সত্যিই আমেরিকার পাশে দাঁড়াবে? যদিও তিনি স্পষ্ট করেছেন যে ন্যাটোকে তিনি অপরহ্‌দ করেন না, বরং সংগঠনটির কার্যকরিতা ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতা নিয়েই তাঁর মূল প্রশ্ন।ন্যাটো থেকে আমেরিকা

সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব ধর্মীয় সাংস্কৃতিক শক্তির প্রতীক, বার্তা দিলেন বীরেন্দ্র সচদেবো

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারিঃভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্ন শক্তির প্রতীক হিসেবে ‘সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব’-এর তাপর্ষ তুলে ধরলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব।। গতশুক্রবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, শত শত বছর ধরে বিদেশি আক্রমণ, ধ্বংস এবং প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও সোমনাথ মন্দির যেভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তা ভারতের আত্মবিশ্বাস, স্বাভিমান এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ।বীরেন্দ্র সচদেবের বক্তব্যে উঠে আসে সোমনাথ মন্দিরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও আধ্যাত্মিক মহিমা। তিনি বলেন, বিদেশি আক্রমণকারীরা একের পর এক আঘাত হেনেছে, মন্দির ধ্বংসের চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেই সব বাধা অতিক্রম করেও সেখানে আজও বিরাজমান তগবান সোমনাথ, তগবান শিব। শুধু মানুষ নয়, গুজরাট উপকূলের সমুদ্রের ঢেউও

যেন তাঁর আরাধনায় নতজানু। এই ভাবনাই সোমনাথ স্বাভিমান পর্বকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং জাতীয় চেতনার প্রতীক করে তুলেছে।তিনি আরও জানান, এই স্বাভিমান পর্ব কোনও একদিনের কর্মসূচি নয়। সারা বছর ধরে এই উদ্‌যোগ পালিত হবে এবং দেশজুড়ে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা এতে অংশ নেবেন। তাঁর কথায়, এই পর্বের মাধ্যমে দেশের মানুষকে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় সৌহার্যের বোধকে আরও শক্তিশালী করাই এর মূল লক্ষ্য।বীরেন্দ্র সচদেবো তাঁর বক্তব্যে বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতির সাম্প্রতিক ধর্মীয় সফরের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, দলের জাতীয় কার্যকরী সভাপতি প্রথমে ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা বিবেচন করবেন এবং তারপরে ভগবান হনুমানের দর্শন করেন। এই দুই উপাসনার মধ্য দিয়েই দলের

নেতৃত্ব দেশের আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে নিজদের সংযোগ আরও দৃঢ় করতে চেয়েছেন বলে তাঁর ব্যাখ্যা।সোমনাথ মন্দিরের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বলেন, ১০২৬ সালে বিদেশি হানাদারদের নৃশংস আক্রমণের মুখে পড়েছিল এই পবিত্র তীর্থস্থান। সেই সময় মন্দির ধ্বংস করা হলেও ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে কখনও নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। বারবার আক্রমণ, ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে সোমনাথ মন্দির আজও অটুটভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যা প্রমাণ করে যে এই দেশের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত।আজকের দিনে সোমনাথ মন্দির শুধু একটি তীর্থস্থান নয়, বরং বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত ধর্মীয় স্থানের মর্যাদা পেয়েছে। দেশ-বিশেষের অসংখ্য ভক্ত সেখানে ভিড় করেন, ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য সংমিশ্রণ অনুভব করতে। বীরেন্দ্র সচদেবের মতে, এই মন্দিরের

অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংসের মুখে পড়লেও কখনও হার মানেনি। উল্লেখ্য কোথোড়াবে, শনিবার সন্ধ্যা বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি নীতীন নরীনি দিল্লির কন্ট প্লেস এলাকায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী হনুমান মন্দিরে প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার ঘটনাকেও সোমনাথ স্বাভিমান পর্বের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে দেখছেন বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের মতে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পবিত্র তীর্থস্থানগুলির সঙ্গে এইভাবে সংযোগ স্থাপন করে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একোত্র বার্তাই দেওয়া হচ্ছে।সামগ্রিকভাবে, সোমনাথ স্বাভিমান পর্বকে ঘিরে বিজেপির এই উদ্যোগের মাধ্যমে ইতিহাসের স্মৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতীয় পর্বকে একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করা হচ্ছে। বীরেন্দ্র সচদেবের বক্তব্যে স্পষ্ট, এই পর্বের মধ্য দিয়ে অতীতের আঘাত ভুলে নয়, বরং সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সকালেই উৎক্ষেপণ, মুখ খুবড়ে পড়ল ভারতের মহাকাশ অভিযান

সংবাদ সংস্থা, শ্রীহরিকোটা, ১২ জানুয়ারিঃ ভারতের মহাকাশ অভিযান বিশাল ধাক্কা। ইসরোর নির্ভরযোগ্যপোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল- অভিযান শেষ পর্যন্ত মুখ খুবড়ে পড়ল। আজ, সোমবার সকালে শ্রীহরিকোটার সৌরীয় গাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ হলেও কক্ষপথে পৌঁছানোর আগেই নিয়ন্ত্রণ হারায় রকেট। এর ফলে এই উপগ্রহবাহী রকেটে থাকা ১৬টি উপগ্রহই মহাকাশে হারিয়ে গিয়েছে। ২৬০ টনের পিএসএলভি-ডিএল এর্দিন সকাল ১০টা ১৭ মিনিটে আকাশে উঠে দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের কাজ এবং একেকটি অংশের খসে পড়ার ধাপগুলোও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তৃতীয় ধাপ ফলে ওঠার পরই বিপত্তি। হঠাৎ করে মিশন কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে স্পষ্ট যে, রকেট নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁতে পারেনি। পরিস্থিতি অনেকটাই ২০২৫ সালের পিএসএলভি-সি৬১ বার্ষতার মতো। ইসরোরে চোরামান ডি নারায়ণন বলেন, “তৃতীয় ধাপের রকেটের কর্মক্ষমতা শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকই ছিল। তারপর ঘূর্ণনগতিতে অস্বাভাবিকতা এবং উড়ারের নির্দিষ্ট পথভ্রষ্ট হওয়া লক্ষ্য করা যায়। আমরা তথ্য বিশ্লেষণ করছি, পরে বিস্তারিত জানানো হবে।”

সংবাদ সংস্থা, শ্রীহরিকোটা, ১২ জানুয়ারিঃ ভারতের মহাকাশ অভিযান বিশাল ধাক্কা। ইসরোর নির্ভরযোগ্যপোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল- অভিযান শেষ পর্যন্ত মুখ খুবড়ে পড়ল। আজ, সোমবার সকালে শ্রীহরিকোটার সৌরীয় গাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ হলেও কক্ষপথে পৌঁছানোর আগেই নিয়ন্ত্রণ হারায় রকেট। এর ফলে এই উপগ্রহবাহী রকেটে থাকা ১৬টি উপগ্রহই মহাকাশে হারিয়ে গিয়েছে। ২৬০ টনের পিএসএলভি-ডিএল এর্দিন সকাল ১০টা ১৭ মিনিটে আকাশে উঠে দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের কাজ এবং একেকটি অংশের খসে পড়ার ধাপগুলোও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তৃতীয় ধাপ ফলে ওঠার পরই বিপত্তি। হঠাৎ করে মিশন কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে স্পষ্ট যে, রকেট নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁতে পারেনি। পরিস্থিতি অনেকটাই ২০২৫ সালের পিএসএলভি-সি৬১ বার্ষতার মতো। ইসরোরে চোরামান ডি নারায়ণন বলেন, “তৃতীয় ধাপের রকেটের কর্মক্ষমতা শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকই ছিল। তারপর ঘূর্ণনগতিতে অস্বাভাবিকতা এবং উড়ারের নির্দিষ্ট পথভ্রষ্ট হওয়া লক্ষ্য করা যায়। আমরা তথ্য বিশ্লেষণ করছি, পরে বিস্তারিত জানানো হবে।”

মূল্যবৃদ্ধির আগুনে ফুঁসছে ইরান, বিক্ষোভ দমনে

কড়া অবস্থান-ইন্টারনেট বন্ধ করে টনটান পরিস্থিতি

দু’হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যদিও এই সংখ্যা সরকারিভাবে স্বীকার করা হয়নি। তেহরান, কারাজ, রশত, ইলাম, কেরমানশাহ-সহ একাধিক প্রশঙ্গে ফোন্ডের আগুণ ছড়িয়ে পড়েছে। বহু এলাকায় সরকারি ভবন, পুলিশ গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে।ভূম্মাছিরতা আরও বাড়তে পারে আশঙ্কায় গত ৮ জানুয়ারি থেকে দেশের বড় অংশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাইরের বিশ্বের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শোশালা বিডিয়া ও বার্তা আদানপ্রদানের উপর এই নিষেধাজ্ঞা বিক্ষোভ করীদের ক্ষোভ আরও উসকে দিয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই সরকারি টেলিভিশনে ভাষণ দিয়ে বিক্ষোভকারীদের ‘ দাঙ্গাবাদ এবং ‘ বিদেশি শক্তির দ্বারা প্ররোচিত’ বলে আখ্যা দেন। তাঁর এই মন্তব্যের পর, জনরোয় আরও তীব্র হয়েছে। একই সঙ্গে আদোলন কঠোর হাতে দমন

করার বার্তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে প্রশাসন। অভিভাবকদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভবে তাদের বাগ্ম্য নামতে না দেওয়ার জন্য। এই বক্তব্য অনেকের কাছেই হুমকির সূর বলে প্রতীয়মান হয়েছে।বশেষজুদের মতে, সাম্প্রতিক এই বিক্ষোভ তেহরানর রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্ক নির্দেশ করছে। কারণ, আদোলনের সময় খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সরাসরি স্লোগান, এমনকি ইরানি বিপ্লবী শাসনের প্রতীকগুলির উপর আক্রমণের ঘটনাও সামনে এসেছে, যা অতীতে খুব কমই দেখা গেছে।এতে স্পষ্ট, ক্ষোভ আর শুধু অর্থনৈতিক অসন্তোষে আটকে নেই, বরং তা শাসনব্যবস্থার গভীর স্তরে প্রব় তুলেছে।বিশ্লেষণের ধারায়, দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, তেলের আয়ে ধস, লাগাতার মুদ্রাস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ইরানের অর্থনীতিকে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এই বিক্ষোভের তাৎক্ষণিক

কারণ হলেও, এর নেপথ্যে জমে থাকা রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং প্রশাসনের প্রতি অনাস্থাই মূল চালিকাশক্তি।ইরানের অভ্যন্তরীণ এই অস্থিরতা আন্তর্জাতিক উদ্বিগ্নে বাড়িয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে ইরানের জনগণের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মন্তব্য করায় তেহরান ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইরান সরকারের মতে, এই ধরনের মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে এবং বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগকে জোরদার করছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, বর্তমান সংকট শুধু ইরানের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। মধ্যপ্রাচ্যের ভূ - রাজনৈতিক বাস্তবতার এর প্রভাব পড়তে পারে বলেই আশঙ্কা। একদিকে যেমন ইরানের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা প্রশ্নের মুখে, অন্যদিকে তে মনই আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যেও এর প্রভাব পড়তে পারে। পরিস্থিতি কয়েকদিনের মধ্যে মোড় নেয়, সেদিকের এখন নজর আন্তর্জাতিক মহলের।

স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :ভারতের স্বাদেশিক আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সোমবার এভাবেই যুগনায়ককে শ্রদ্ধা জানানেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী এঞ্জাবার্ডীয় লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের স্বদেশভক্তি ও সকল সমাজকর্মের অনুপ্রেরণা। তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ, দরিদ্রনারায়ণের সেবার বার্তা, ঐক্য, শান্তি ও সঙ্গীতটির বাণী আমাদের সবসময় উদ্দীপিত করেছে। সর্ব-ধর্ম-সমহময়ের যে পথ স্বামীজি আমাদের দেখিয়েছিলেন, তাই আমাদের সবার পাথেয়। স্বামীজির আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বাংলার সকল মানুষ একে অপরকে শ্রদ্ধা করুক ও ভালোবাসুক-এটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের সরকার অনেক কিছু করেছে। বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে এবং ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিজড়িত কলকাতার বাগবাজার এবং দার্জিলিং-এর দুই বাড়ি অধিগ্রহণ করে যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারাদা মিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, এবং সেগুলো এখন সংরক্ষিত হয়ে বহু মানুষের গন্তব্য হয়েছে। বাগবাজারে মায়ের বাড়ির সংস্কারও করা হয়েছে।কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি-কেন্দ্রে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন ও সলগ্ন এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করছি। আরো করা হচ্ছে।এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে নিউটাউনে একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ‘ বিবেকতীর্থ’ গড়ে তোলা হচ্ছে। এর জন্য জমি আমরা দিয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশন এটা তৈরি করছে। নির্মাণের খরচও অনেকাংশে আমরা বহন করছি।শ্রীরামকৃষ্ণ - মা সারাদা - স্বামী বিবেকানন্দর নামাঙ্কিত মিশনগুলির বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমাদের নিয়মিত আর্থিক আনুকূল্য আছেন।নতুন প্রজন্মের কাছে স্বামীজির আদর্শ পৌঁছে দিতে প্রতি বছর তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা পালন করছি ‘বিবেক চেতনা উৎসব’। স্বামী বিবেকানন্দর নামে আমরা যুব সম্প্রদায়ের জন্য বিভি্ন সরকারি প্রকল্প (যেমন - স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিল স্কলারশিপ, ইত্যাদি) করছি। সন্টলেক স্টেডিয়ামের নাম পালটে আমরা ‘বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন’ করেছি।শেষে, আমি আর একবার এই মহামানবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

দিল্লিতে সানডে অন সাইকেল কর্মসূচির আয়োজন, যোগ দিলেন অসংখ্য উৎসাহীরা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত হল সানডে অন সাইকেল কর্মসূচি। রবিবার সকালে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন অসংখ্য উৎসাহীরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ‘সানডে অন সাইকেল’ অনুষ্ঠানে যোগ দেন, যেখানে টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেগেও উপস্থিত ছিলেন।এই ৫৬-তম পর্ব ফিট ইন্ডিয়া, ১৫,০০০-এরও বেশি স্থানে যুবকদের অংশগ্রহণ, ফিটনেসের মাধ্যমে নেতৃত্ব এবং দৃষণের সমাধান হিসেবে সাইক্লিংকে



উৎসাহিত করা হয়। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেনছেন, ‘ সাডনে অন সাইকেল’-এর ৫৬-তম সংস্করণ একটি বড় মাইলফলক। এক বছর আগে যখন এই উদ্যোগটি শুরু হয়েছিল, তখন এটি দেশের ২৪০টি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সমীর পুততুগুর প্রয়াণে শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : পিডিএস নেতা সমীর পুততুগুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত রবিবার রাতেই তিনি সমাজ মাধ্যমে লেখেন, একদা বাম আন্দোলনের শক্তিশালী নেতা সমীর পুততুগুকে হারিয়ে আমি খুবই মর্মান্বিতা মনে হচ্ছে, আমি নিজের কাউকে হারালাম। সিদ্ধুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। অনুরাধাদিকে সাব্বনা জানানোর ভাষা নেই, তবুও সর্বলা পাশে আছি।উল্লেখ্য, দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হয়েছেন



প্রবীণ পিডিএস নেতা সমীর পুততুগু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। গত কয়েক দিন ধরে বার্ষিকাজনিত অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। রবিবার রাত সওয়া ১১টা নাগাদ শেষ নিশ্বাস ফেলেন। গভীর রাত্তে সমীরের প্রয়াণের খবর নিশ্চিত করেন তাঁর ভাই সঞ্জয় পুততুগু।

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে মমতাকে অপসারণ করতে হবেঃগিরিরাজ সিং

বেঙ্গুরসাই, ১২ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। শনিবার সকালে বিহারের বেঙ্গুরসাইয়ে সাবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে মমতাকে অপসারণ করতে হবে।আইপ্যাকের অফিসে ইডি-র অভিযানের সময় মমতার হস্তক্ষেপে নিপা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, এই মহাজোট কোথায়? নির্বাচন এলেই তাঁরা একত্রিত হয়। বাংলায় সবাই বলেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবিধান বিরোধী। আমি কখনও এমন কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিনি যিনি ইডি-র কাছ থেকে সমস্ত নথি ছিনিয়ে নেন। এই কাগজপত্রগুলিতে কী গোপন কথা ছিল? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চান, বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিতে চান। বাংলায় হিন্দুদের ভয় দূর করতে এবং বাংলাকে বাঁচাতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপসারণ করতে হবে।

যোধপুরে মাহেশ্বরী গ্লোবাল এক্সপো-তে যোগদান অমিত শাহের, দিলেন বিশেষ বার্তা

যোধপুর, ১২ জানুয়ারি : রাজস্থানের যোধপুরে মাহেশ্বরী গ্লোবাল এক্সপো-তে যোগদান করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। দিলেন বিশেষ বার্তাও। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মাও। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, কয়েক বছর আগে আমরা দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করেছি। দেশের জন্য যারা জীবন উসর্গ করেছেন, তাঁদের স্মরণ করা হয়েছিল। এর নেপথ্যে চারটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতার মহান সঞ্চার সম্পর্কে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে পরিচিত করানো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, গত ৭৫ বছরে আমরা যে প্রাপ্তিগুলি পেয়েছি, সে সম্পর্কে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে অবহিত করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল ১৪০ কোটি ভারতীয়ের মনে ভারত সম্পর্কে ধারণাটি গঠে দেওয়া। চতুর্থ কাগটি ছিল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তিনি স্থির করেন, ২০৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যখন স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করা হবে, তখন ভারত সমগ্র বিশ্বে



প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় থাকবো।অমিত শাহ বলেন, ভালো কর্মসূচিই হলে, আবাসন এবং পরিবহন যোগ্যতা নিয়ে আমরা প্রকৃত অর্থা নিজের পরিবারের দিকে য়্র দিতে নেওয়া হলো সেইসব প্রধান উপায়গুলোকে মনে অন্যতম, যার মাধ্যমে মাহেশ্বরী সম্প্রদায় নিজস্ব মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটায়। এখন এখানে বিশ্বব্যাপি অংশগ্রহণে, বিটুবি ও বিটুসি সংযোগ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এত বড় একটি আয়োজন হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে দেশের বাণিজ্য, উৎপাদন ক্ষেত্রকে উপকৃত করবে এবং অর্থনৈতিকে শক্তিশালী করবে।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য স্বাভাবিক একটি দিন হবে। আপনার সৃজনশীলতা কিছুটা কমে যেতে পারে, যার ফলে আপনার চিন্তাভাবনা কার্যকর ভাবে প্রকাশ করা কঠিন হবে। এটি আপনার ভেতরের ভয়ের মুখোমুখি হওয়ারও সম্ভ, যা আপনাকে মানসিক চাপ দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে। বৃষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ হবে। এই সময়টি আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তির জোয়ার নিয়ে আসবে। আপনি আপনার চারপাশে উসাহ এবং উত্তেজনা অনুভব করবেন, যা আপনার সমস্ত কার্যকলাপকে আরও কার্যকর করে তুলবে। মিথুনঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে স্মৃশুধীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। বিনিয়োগের যে স্কিমগুলো আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগছে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখুন-কথা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। সংসারে শান্তি হবে। কর্কট রাশি :আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করেছে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে এবং আপনি আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। বহুরা আপনি যা প্রত্যাশা করবেন তার থেকেও বেশি সহায়ক হবে। ব্যবসায় সাফল্য হবে সিংহঃ জাতক জাতিকাদের মিশ্র অভিজ্ঞতার একটি দিন। আপনার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস কিছুটা কম থাকতে পারে, যা আপনার সামাজিক জীবনের প্রভাবিত করতে পারে। এটি এমন একটি সময় যখন আপনি আপনার সম্পর্কগুলোকে আরও গভীর ভাবে দেখতে পারেন। কন্যা : আপনার আশ্বাসের প্রতি বৃশ্ণশীল হবে। আজকের দিনটি বাকি দিনগুলির চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে আরও ভাল প্রমাণিত হবে এবং আপনি যথেষ্ট উচ্চ উপার্জন করবেন। গার্হস্থ্য জীবন থাকবে শান্তিপূর্ণ এবং প্রশংসার যোগ্য। শুভ দিন হতে পারে আজ। তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি খুব ভাল দিন হবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বৃশ্চিকঃরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে একলা এবং একাকীত্বের অনুভূতি কাটিয়ে উঠুন। আপনি অর্থ-বঞ্ছন্ত বিষয়ে কোনও মালমাল জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুব শুভ প্রমাণিত হবে। আপনি আপনার জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য প্রচেষ্টা করবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ। মকরঃআপনি নিজের পারস্পরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। কুন্তঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি একটি চমকীয় দিন হবে। আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তির একটি প্রবাহ বজায় থাকবে, যা আপনার চারপাশের পরিবেশকে আনন্দদায়ক করে তুলবে। শুভদিন মীনঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জ্ঞানের জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। অর্থ-সম্প্রীতির সমস্যা সম্পর্কে আপনার তীব্র জীর সাথে আপনার বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এস তিনি আপনাকে আপনার অগ্রদূতেরাণের ব্যয় এবং নিয়মিত জীবনযাপন সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। সন্তান হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে আজ।

আবহাওয়া

আবারও নামবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা পাতা। পৌষ সংক্রান্তিতে জম্মিয়ে ঠান্ডা থাকবে গোটা রাজ্যেই, থাকবে কুয়াশাও। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম। এর্দিনও শহর ও শহরতলিতে শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু’দিন রাতের বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামবে ২ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার পরের চার থেকে পাঁচ দিন সেই তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। উত্তরবঙ্গে আগামী সাত দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কোনও হেরফের হবে না। অর্থাৎ সেখানে শীত থাকবে কনকনে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলায় থাকবে কুয়াশার দাপট।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সোয়ার ১১টা ৫৫মিনিট এবং ১১রাত ৫০টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় :সকাল ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্তা যাবে আজ ৫টা ০৮মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সামাজিক ও অনুপ্রেরণা মূলক উদ্যোগ হাসনাবাদে

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ, ১২ জানুয়ারি : রাজ্যে জাকিয়ে বসেছে শীত। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে আগামী বেশ কয়েকদিন জারি থাকবে শীতের এই স্পেল। অনেকের কাছেই শীত উপভোগ্য হলেও, শীতের এই অনুভূতি মোটেই সুখকর নয় আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য। সমাজের এই সহনাগরিকদের পাশে থাকার সামাজিক উদ্যোগ নিলে হাসনাবাদ ব্লক ২ তৃণমূল যুব কংগ্রেস। রবিবার সারাদিনব্যাপী এই সামাজিক উদ্যোগের সূচনা হয় ম্যারামাথ টৌ। প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। হাসনাবাদের তর্কিপুর রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এই সামাজিক উদ্যোগে শুধু মাত্র শীতবস্ত্র প্রদান নয়,শীতের দিনে মানুষের শারীরিক সুস্থতা নিরিক্ষন করতে ও তাদের সুস্থ রাখতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও

ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।শিবির উপস্থিত হন বিভিন্ন বিভাগের স্বনামধন্য চিকিসক রা। শীতবস্ত্র প্রদান, বিগামূল্যে চিকিসা

শিবিরের পাশাপাশি ছিলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনও। সামাজিক উদ্যোগের পাশাপাশি এদিনের মঞ্চ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে

ব্লকের উদীয়মান প্রতিভাদের অনুপ্রেরণামূলক উপহার তুলে দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের তরফে।ছিলো সাংস্কৃতিক

কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, উদ্বোধনী লগ্নে উপস্থিত হন হাসনাবাদ ১ নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আনন্দের সরকার, ২ নং ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি আশের আলি মন্ডল সহ ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব সহ, তৃণমূলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব রা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন , আসলাম গাজী সহ আয়োজকদের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন আমরা যেদিন থেকে দল করতে এসেছি সেদিন থেকে দল আমাদের শিখিয়েছে রাজনীতির সাথে সাথে মানুষকে জনসেবা করতে হবে ও জনসেবার মধ্য দিয়েই আমাদের কে প্রতিটা দিন অতিবাহিত করতে হবে। আমরা যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস করি বছরে ৩৬৫ দিন মানুষের সুখ দুঃখে মানুষের সাথেই আমাদের থাকতে হয়। তার কথায়

অনুষ্ঠানের আয়োজনও। এদিনের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বসিরহাট সাংগাঠনিক জেলা তৃণমূল



স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নামখানা ব্লকের দ্বারিকনগর এলাকায় ভারত সেবাশ্রম সম্ভের ব্যবস্থাপনায় মহাবিজ্ঞ এবং প্রায় ৫ কিলো মিটার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। স্বর্গীয় রথীন্দ্রনাথ দিন্দা এবং স্বর্গীয় অমিত দিন্দা ও শ্রী অননু দিন্দা এর পরিবারবর্গ সাত বিগে জায়গা ২০২০ সালে ভারত সেবাশ্রম সম্ভেকে দান করেন। সেই উপলক্ষে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা এই সংঘের সম্পাদক বিনুৎ কুমার দিন্দা বর্তমানে এই সম্ভের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বাড়িঘর, মন্দির এমনকি সৌন্দর্য আয়নের ও প্রসার ঘটিয়েছে। তাই আজ এই বিশেষ দিনে হাজার হাজার ভক্ত এই সম্ভে এসে দুপুরে প্রসাদ সেবন করেন।

কোচবিহার প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা



শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ১২ জানুয়ারিঃ প্রতিবছরের ন্যায় এবারও কোচবিহার প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার সাথে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হলো। পাশাপাশি প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও স্বামীজীর জন্মদিনে উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এই বসে আঁকো অঙ্কন প্রতিযোগিতা চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার প্রেসক্লাবের সভাপতি অনুপম সাহা বলেন - সাংবাদিকতা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আমরা সারাদিন রোদে পুড়ে জলে ভিজে খবর সংগ্রহ করি। বর্তমানে সমাজ এক ছোট মোবাইলে আবদ্ধ হতে চলেছে। স্বামীজি সারা বিশ্বের যুবসমাজের আইকন। তাই প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও তার জন্ম দিবসে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে আমরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম। তিনি বলেন - এবার প্রতিযোগীদের সংখ্যা গতবারের তুলনায় অনেক বেশি। এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় জেলায় প্রায় ৭০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। আগামী সরস্বতী পুজোর দিন যারা প্রতিযোগিতায় খান অর্জন করেছেন তাদের পুরস্কৃত করা হবে কোচবিহার প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে। ভূমি জানান সারাদিন কব্যাবৃত্তবোর মাঠেও পরিবার-পরিজন নিয়ে সকলের সহযোগিতায় এই দিনটিকে কোচবিহার প্রেসক্লাব বেছে নেয় সমাজকে এক নতুন দেওয়ার আর সে কারণেই কোচবিহার প্রেসক্লাবের এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন কোচবিহারের প্রাক্তন পৌরসভার চেয়ারম্যান রথীন্দ্রনাথ ঘোষ কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনের।

চুঁচুড়ায় তরুণীর শ্রীলতাহানির অভিযোগ উঠল মালিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১২ জানুয়ারি : পুলিশ এসে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক তরুণীর শ্রীলতাহানির অভিযোগ উঠল মালিকের বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়া থানার লেনিন নগরে। তরুণীর চিকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। তার পরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মালিক শ্যামল দাসকে ধরে ঘা কতক দেন তারাই। পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, টেলিফোনে ডাক পেয়ে, শুক্রবার চাকরির জন্য ইঃ টারভিউ দিতে গিয়েছিলেন ভদ্রেশ্বরের তরুণী। তার মা সঙ্গে ছিলেন। সব কিছু ঠিক হওয়ার পরে এ দিন কাজে যোগ দেওয়ার দিন ছিল। সেইমতো এ দিন সকালে একই কাজে যোগ দিতে আসেন তরুণী। সংস্থার কর্ণাতে শ্যামল দাস সে সময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একাই ছিলেন। তরুণীকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার অছিলায় খারাপ ভাবে স্পর্শ করতে শুরু করেন। ঘরের আলো নিভিয়ে, ছিটকিনি বন্ধ করে দিয়ে শ্রীলতাহানি করেন বলেও অভিযোগ। তরুণী ভয় পেয়ে, কোনও ভাবে দরজার ছিটকিনি খুলে, দৌড়ে বেরিয়ে আসেন খালি পায়ে। ছুটতে ছুটতে চুঁচুড়া স্টেশনে পৌঁছে যান। এক টোটো চালাকের সাহায্যে এই এলাকার দুই মহিলাকে গোটো ঘটনা জানান। তার ব্যাগ, জুতো, মোবাইল পেটদরেই পড়েছিল। এর পরে ওই মহিলারা তরুণীর বাড়িতে খবর দেন। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনা জানতে পেয়ে চড়াও হন সংস্থার অফিসে। অভিযুক্তকে চাখায়া। দেন। চুঁচুড়া থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে আটক করেন নিয়ে যায়। তরুণীর বাবা এসে চুঁচা মহিলা থানায় অভিযোগ জানান। এর পরে শ্র্যামলকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য দিকে, ঘাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে অশ্লীল মেসেজ, কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠল চণ্ডীতলার একটি স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। স্কুলের রসায়নের শিক্ষকের শাব্তির দাবিতে এ দিন অভিভাবকরা গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি জটিল আকার নেওয়ায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুলের মাইকে ঘোষণা করে বলেন, ‘ শিক্ষককে আর স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না।

৭৪ বছর বয়সে প্রয়াত বর্ষীয়ান প্রাক্তন বাম নেতা,শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : প্রয়াত সৌর্দণ্ডপ্রতাপ প্রাক্তন সিপিএম নেতা সমীর পুতভুণ্ড। রবিবার রাত মুকুঃ দুপুরের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৭৪ বছর বয়সী এই বর্ষীয়ান নেতা। জানা গেছে, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে তিনি সাতদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় দিন দুয়েক আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন, তবে শেষ রক্ষা হয়নি। সমীর পুতভুণ্ড ছিলেন সিপিএমের দক্ষ সংগঠক এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাক্তন জেলা সম্পাদক। ২০০১ সালে দলের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে সহইফ্দিদন চৌধুরীর সঙ্গে তিনি সিপিএম ছাড়েন এবং গঠন করেন নতুন দল পিডিএস (পার্টি অফ ডেমোক্র্যাটিক

সোশ্যালিজম)। বাম আন্দোলনের প্রগতিশীল নেতৃত্বের পাশাপাশি তিনি সিঙ্গুর ও নংদীগ্রামের জমি আন্দোলনের সময় তকালীন তৃণমূল

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ছিলেন। সমীর পুতভুণ্ড শুধু রাজনীতিতেই নয়, সামাজিক আংে দালনেও সক্রিয় ছিলেন। তিনি ‘ বাঁচাও গণমঞ্চের’ অন্যতম

এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় পকেটমারী বন্ধ করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে সুন্দরবন পুলিশ জেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা,গঙ্গাসাগর, ১২ জানুয়ারি : এ বছরের

ঘটনা দেখলেই ৯১৪৭৮-৮৮১০৪ অথবা ০৬২১০-



গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হয়ে গেছে।আর এবার মেলায় পকেটমার দের থেকে পুণ্যাাধীদের সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে সু ুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ। সাগরের ভিড়ে পকেটমারদের দৌরাড়া রুখতে চলছে একাধিক সচেতনতামূলক প্রচারাংখলা, ইংরেজি ও হিন্দিতে এই ব্যানার লাগানো হয়েছে। পকেটমারির

২৫৫৭০৬ নম্বরে কল করতে বলা হয়েছে। পুণ্যাাধীদের সবেচি নিরাপত্তা দিতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।মেলার নিরপত্তা ও পুলিশ ছাড়াও জাতীয় সড়কের উপর যেসব জায়গায় বাকার জোন করা হয়েছে,সেখানে ড্রোনের মাধ্যমে চলছে নজরদারী। পেলান থেকে ইটগঞ্জ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় ২২টি অস্থায়ী পুলিশ বুথ বসানো

অভিভাবক ছিলেন এবং একাধিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তার জীবনের শেষ দিনেও তিনি সিপিএমের সমালোচনা জারি রেখেছিলেন। প্রয়াত নেতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, একদা বাম আন্দোলনের শক্তিশালী নেতা সমীর পুতভুণ্ডকে হারিয়ে, আমি বুঝি মর্মাহত বোধ করছি। মনে হচ্ছে, আমি নিজের কাউকে হারলাম। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে একসাথে কাজ করেছি। অনুরাধাদিকে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা নেই, তবুও সর্বদা পাশে আছি। এছাড়া, পূর্ণেন্দু বসু, লোলা সেন সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বরাও সমীর পুতভুণ্ডের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৪৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৬ পৌষ ১৪৩২

পরিচয়ের ফাঁদে বন্দি এক জনগোষ্ঠীর রক্তাক্ত ইতিহাস

সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন সশস্ত্র সেনা। চোখেমুখে কোনও আবেগ নেই, কেবল কর্তৃত্বের শীতল দৃঢ়তা। দুই যুবকের বুক কঁপে ওঠে। তারা জানে না, এই মুহূর্তের পর তাদের জীবনে কী অপেক্ষা করছে। তারা জানে শুধু এটুকু- দেশের নাগরিক হয়েও তারা বিদেশি। এই মাটিতেই জন্ম, এই বাতাসেই শ্বাস, তবু এই মাটি, আকাশ আর বাতাসের উপর তাদের কোনও অধিকার নেই। এই ঘটনা ভারতের নয়। এই দৃশ্য মিয়ানমারের। সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রহীন মানুষ। নাগরিকস্বহীন, অধিকারহীন, পরিচয়হীন এক জনগোষ্ঠী। তাদের বলা হয় ‘ অপাংজ্জের, ঘৃণা, অনুপ্রবেশকারী। মিয়ানমার বলে, তারা নাকি বাংলাদেশ থেকে এসে বসতি গেছে। তাই তারা বাঙালি। অথচ ভারতেও এই একই রোহিঙ্গারা আজ ‘

প্রশ্ন একটাই- ওরা কারা? নাগরিকস্ব হারানোর শুরু,রোহিঙ্গাদের অবস্থান সব সময় এমন ছিল না। উত্তর আরাকান অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস ছিল তাদের। কিন্তু ১৯৬২ সালে সামরিক অত্যাচারের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল নে উইন। সেখান

অথাক্রমে শুরু হয় রাষ্ট্রীয় নিপীনের সংগঠিত অধ্যায়। নে উইনের ঘোষণা ছিল স্পষ্ট- মিয়ানমারে একমাত্র প্রকৃত নাগরিক হল বর্মি ভাষাভাষী বৌদ্ধরা। সংখ্যালঘুরা পরজীবি। রাষ্ট্রীয় প্রকল্প শুরু হল ‘ সবাকিকে বর্মি সংস্কৃতিতে ঢেলে সাজাতে হবে। ভাষা, পোশাক, ধর্ম- সবকিছুতেই এক্কেবিকতা।১৯৬৪ সালে জাতীয় রেডিও থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল রোহিঙ্গা ভাষায় সম্প্রচার। সেই মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে যায়, সামনে অপেক্ষা করছে আরও ভয়াবহ সময়। ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকে ‘ স্বেদাও’ অভিযানের জমি।

১৯৭৮ সালে শুরু হয় কুখ্যাত ‘ নাগামিন’ বা ‘ কিং’। নাগরিকস্ব যাচাইয়ের নামে সেনা অভিযান নেনে আসে উত্তর আরাকান। গ্রাম পোখোচানো হয়, মানুষকে মারধর করে ত্যাগানো হয়। দুর্লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আশ্রয় নেয় বাংলাদেশে। ১৯৮২ সালে আসে নাগরিকস্ব অহীন। সরকার স্বীকৃত ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীর তালিকা থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয় রোহিঙ্গাদের। সেই দিন থেকেই তারা রাষ্ট্রের চোখে পাকাপাকি ‘ শুরু হয় নিধনের দ্বিতীয় অধ্যায়- আরও সংগঠিত, আরও নির্মম। এই নিপীড়নে শুধু সেনাই নয়, একাংশ বৌদ্ধ ভিক্ষুও অংশ নেয়। ধর্মের নামে হিংসা বেধতা পায়। অহিংসার বাণী বহনকারী বুদ্ধের ভূমিতে রোহিঙ্গা রক্তে রঞ্জিত হয় মাটি। ২০১৭ সালে নতুন করে সেনা অভিযান শুরু হলে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংখ্যা পৌঁছে যায় সাড়ে সাত লক্ষ। নারী, শিশু, বৃদ্ধ- কেউই রেহাই পায়নি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে একের পর এক বিতর্ষিকায় সাক্ষা। বাংলাদেশের এক ভিটেনশন সেন্টারে সাধারণজনের সামনে দাঁড়ান মুমতাজ বেগম। পুড়ে যাওয়া মুখ, রক্তে ভেজা ব্যান্ডেজ, নিখর দৃষ্টি। পাশে তার শিশুকন্যা। মুমতাজ বলেন, কীভাবে সকালে নান্দতা বানানোর সময় গুলির শব্দে জীবন ভেঙে পড়ে। কীভাবে অগুনে জলতে কবিতা তাকে আলো দেখায়। নিজের নাম পাল্টে নেন- মায়ু আলি। ‘ মিয়ানমারের জাতীয় পাখি ময়ূরের নাম। কিন্তু কবিতা তাকে রক্ষা করতে পারেনি রাষ্ট্রীয় হিংসা থেকে। পালিয়ে বাংলাদেশে আসতে হয়। ভিটেনশন সেন্টারে তিনি ‘ উদ্বাস্তু’, সন্দেশহতজন। তার শিশুদের পাতে শুরু হয়- রোহিঙ্গা বৈষ্য। এক দিকে সরকারের বিধিনিষেধ, অন্য দিকে জঙ্গি সংগঠনের চাপ। ২০২১ সালে ক্যানাডা সরকার তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। সেখানে পৌঁছে প্রথমবার মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেন মায়ু। লেখেন রোহিঙ্গাদের গণহত্যার ইতিহাস-বহু বাধা পেরিয়ে প্রকাশিত হয় বইটি। কিন্তু তাঁর জাতির ভাগ্য বদলায় না। আজও প্রশ্ন একই,মিয়ানমারে আজ জুট্টা সরকার। নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু মুক্তামিছিল থাকেনি। রোহিঙ্গারা আজও ত্রাে। এ দিকে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে শোনা যায়- রোহিঙ্গায় ছেয়ে গেছে হাঙ্গা। সদস্যদের চোখে দেখা হয় পিছান্তরের। ইতিহাস, প্রেক্ষাপট, গণহত্যার কথা হারিয়ে যায় রাজনৈতিক স্লোগানে। রোহিঙ্গারা এখনও জানে না- তারা বাঙালি, না বাংলাদেশি, না বার্মিজ। তারা শুধু জানে, তারা অব্যাহত। তারা ‘রাষ্ট্র বদলায়, সরকার বদলায়, কিন্তু এক নরকগোষ্ঠীর পরিচয়ের সংকট রয়ে যায় একই জয়গায় দাঁড়িয়ে। আর সেই প্রশ্ন আজও বাতাসে ঝুলে থাকে-ওরা আসলে কারা? রোহিঙ্গাদের ইতিহাস কোনও এক দেশের সীমানায় আবদ্ধ নয়, এটি আসলে রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও পরিচয়ের নির্মম রাজনীতির এক জীবন্ত দলিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে জনগোষ্ঠী একটি ভূখণ্ডে বাস করেছে, তারা আজ সেই ভূরপেই অনধিকারপ্রবেশকারী। মিয়ানমার তাদের বলেছে বাঙালি, বাংলাদেশে তাদের বলেছে বোমা, আর বিপ্ত তাদের চেনে উদ্বাস্তু হিসেবে। অথচ রোহিঙ্গারা নিজেরা শুধু মানুষ বলে চেয়েছিল- নাগরিকস্ব, নিরাপত্তা আর মর্যাদার ন্যূনতম অধিকার নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। রাষ্ট্র যখন নাগরিককে অস্ত্র বানায়, তখন পরিচয় হয়ে ওঠে অভিশাপ। কাগজের অভাবে মানুষ অমানুষে পরিণত হয়, ভাষা ও ধর্ম হয়ে ওঠে অপর্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব



দূরে সরায়,৮- সঙ্গসের গুরুস্ব, পবিত্র মানুষের সঙ্গ, সাধু ও ভক্তের সঙ্গে থাকা, এতে মন ঈশ্বরমুখী হয়।৯- গুরুর প্রয়োজনজনীয়তা- সঠিক গুরুর পথনির্দেশন ছাড়া, আধ্যাত্মিক উন্নতি কঠিন। ১০- অভিজ্ঞতাই আসল ধর্ম- শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন- শুধু শাস্ত্র পড়া যথেষ্ট নয়, ঈশ্বরকে দেখা ও অনুভব করাই আসল ধর্ম। সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা- ঈশ্বর এক, পথ অনেক প্রেমই তাঁকে পাওয়ার চাবিকাঠি।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী



৬- শরীর, মন ও আত্মার সমন্বয়- ঠাকুর বলতেন- সুস্থ শরীর ছাড়া উন্নত মন সম্ভব নয়,মন শুদ্ধ না হলে আত্মউন্নতি হয় না,তাই তিনটির সমন্বয় জরুরি।৭- আত্মসংযম ও শৃঙ্খলা-তাঁর বাণীতে বাবারা এসেছে- সংযম, নিয়মিত জীবনযাপন, ব্রহ্মার্চ্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ,এগুলো মানুষকে শক্তিশালী করে।

৮- সত্যবাদিতা ও নৈতিকতা-ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সত্যকে সর্বোচ্চ মূল্য দিতেন। মিথ্যা মানুষকে দুর্বল করে, নৈতিকতাই

চরিত্রের মেরুদণ্ড। ৯- দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা।তিনি বলতেন- নিজের উন্নতি মানেই সমাজের উন্নতি নয়, সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করাই প্রকৃত ধর্ম

১০- ভক্তি নয়, জীবনচর্চাই আসল-ঠাকুরের মতে- মুখের জপ নয়, আচরণে ও কাজে ধর্ম প্রকাশ পায়,ধর্ম মানে জীবনকে শুদ্ধ করা।

বিশেষ প্রতিবেদক : সমস্যাটা সম্বরের দশকের কাছাকাছি। তত দিনে, বাবার কাহিনি নিয়ে তৈরি সিনেমা ‘ অভিনয় করে ফেলেছেন বলরাজ ও নিরুপা রায়। মায়ের সঙ্গে বলরাজের পরিচয় করিয়ে দিলেন বাবা, ‘ (মায়ের ডাক নাম, ভাল নাম কনক), ওঁর ছবি তো অনেক দেখেছ।’ এর বার চান্দ্রুষ্য করলে।’’কোনারকের সূর্যমণ্ডির, পুরী আর বারাগঙ্গী। বাবার প্রিয় জায়গাগুলোর কয়েকটা। প্রায় প্রতি বছরই এর যে কোনওটায় ঘুরতে যেতাম আমরা। বোানোতে ছিল বাবার প্রবল শখ। আর শখ ছিল আড্ডায়। প্রতি রবিবারের সকালে বাবাকে একবার দেখতে হত। আমরা তখন গোলাপার্কো বাড়ির নাম ‘ বাবারই একটি কাহিনির নামে। সকাল থেকেই আনচান করেতন বাবা। বেলা একটু গড়াতেই চলে আসতেন সর্দারজি। আমাদের বাড়ির বিশ্ণু ভূাইভার। আমাদের একটি কালো রঙের ফিটেট ছিল। প্রথম দিকে অবশ্য আঙ্গাসডরা গাাঁি করে বাবা যেতেন সোজা উত্তরে, সেই টালা পার্ক। তারাসন্ধরজেরুঁর (বংেদ্যাপাধ্যায়) বাাাঁ দুপুর গড়িয়ে যেত ওঁদের আড্ডায়। সঙ্গে শুধু মুড়ি আর চানাচুর। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, কিরীটার সংসারের হীরা সিংহকে কেন জানি না আমার মনে হত, সর্দারজিরা অদলেই গড়েছিলেন বাবা! কোনও দিন অবশ্য যাচাই করা হয়নি বাবার কাছে। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলো বাবার ব্যস্ততাতেই কেটে যেত। শামবাজার স্ট্রিটে (পরে ধর্মতলা স্ট্রিটে) ডাক্তারি চেম্বার, লেখালেখি, পুজোগাতি, পোষ্যের যত্ন নেওয়া, তার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব তো থাকছেই। বাবা- মা দু’জনেই সকাল-সকাল উঠে পড়তেন। স্নান সেরে তিন তলায় গোলাপার্কো কাছ ছিল ওঁদের বাঁা। ঠাকুরঘরে দু’খানি গোপালা। একটি কপি পাথরের, অন্যটি অষ্ট ধাতুর। কপি পাথরের গোপাল ঠাকুরটি বাটিতে আসার একটি গল্প রয়েছে। সে-গল্প বাবার মুখেই শোনো। একদিন নাকি বাবা স্বপ্নাদেশে পোয়ছিলেন, ‘থেকে আমাকে নিয়ে যাও।’’ বাবা গিয়েছিলেন। আর এই গোলাপমূর্তিটি তার ওখান থেকেই পাওয়া। কলকাতা ফিরে গোপালকে বাউতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বাবা। তার পর তাঁর রোজের সেবা চলত। ঠাকুরঘরা, ধৃতিটা লুপ্তির মতো করে পরতেন বাবা। খালি গা। সদ্য স্নান করে বেরিয়ে পরিপাটি করে

আঁচড়ানো চুল। নিষ্ঠা ভরে পুজো করতেন তিনি। পাশে মা। পুজো শেষ হলে বোতামখোলা জামাটি গায়ে উঠত। এ বার সময় প্রাতঃ ভ্রমণের। রবিগ্ন সরোবরের ধারে। সঙ্গে তখন অবশ্যই থাকত বাবার প্রিয় জ্যাকলিন। নামটা বাবারই দেওয়া। জ্যাকলিন অ্যালশেশিয়ান। কোনও এক হিষ্টদ্রভাষী বরাবকে উপহার নেন এই সারময়ে-শাবক। বাবা ছিলেন ওঁর চিকিৎক। পরে বাবা জ্যাকলিনের এক সঙ্গীও নিয়ে আসেন বাটিতে। তার নাম দেন টাইগার। প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে প্রাত্রাশ। শেষে রুপোর সাজি থেকে এক খিলি পানা পানের সঙ্গে ভুরভুরে গন্ধজর্দা। যে-সে জর্দা নয়। নাখোদা মসজিদের কাছে কোনও এক দোকান থেকে নিয়ম করে ‘ জর্দা ’ কেনা ছিল বাবার বহু কালের অভ্যাস। মার্কেসয়েই বাবা বলতেন, ‘ এই জর্দার যে স্বাদ, সে আর কোথাও পাই না।’’ তবে এই সামান্য ‘ ছাড়া খাওয়াদাওয়া নিয়ে বাবার তেমন বাহিষ্চার ছিল না। তবে বাঙাল পরিবারের সন্তান তো! তারাসন্ধরজেরুঁর (বংেদ্যাপাধ্যায়) ছেঁছের প্রতি ঝোঁকটা ছিল একটু বেশিই। বাংলাদেশের নারাইল জেলার ইন্দা গ্রামে আমাদের দেশের বাাাঁ আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন কবিবাজ তো, যে কথা বলছিলেন, বাবার মসাপ্রীতি। পাতে সায়েই-লিশি দেখলে সে দিনের খাওয়াদাওয়াটা যেন অন্য মাত্রা পেত বাবার। চিংড়ি অবশ্য না-পসং দ। কিন্তু আমাদের যে পছং, তাই বাজার থেকে বেছে বেছে ঝিং। অন্যতম মারোসোই। দ্বিতীয় বিশৃমুজ্দের সময়ে বাবা ছিলেন সেনাদলের ডাক্তার। সে কথা আমি নেওয়া, তার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব তো থাকছেই। বাবা- মা দু’জনেই সকাল-সকাল উঠে পড়তেন। স্নান সেরে তিন তলায় গোলাপার্কো কাছ ছিল ওঁদের বাঁা। ঠাকুরঘরে দু’খানি গোপালা। একটি কপি পাথরের, অন্যটি অষ্ট ধাতুর। কপি পাথরের গোপাল ঠাকুরটি বাটিতে আসার একটি গল্প রয়েছে। সে-গল্প বাবার মুখেই শোনো। একদিন নাকি বাবা স্বপ্নাদেশে পোয়ছিলেন, ‘থেকে আমাকে নিয়ে যাও।’’ বাবা গিয়েছিলেন। আর এই গোলাপমূর্তিটি তার ওখান থেকেই পাওয়া। কলকাতা ফিরে গোপালকে বাউতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বাবা। তার পর তাঁর রোজের সেবা চলত। ঠাকুরঘরা, ধৃতিটা লুপ্তির মতো করে পরতেন বাবা। খালি গা। সদ্য স্নান করে বেরিয়ে পরিপাটি করে

ব্রিটিশ যুগে কলকাতার কর্মচারী ও তারের আর্থিক অবস্থা

বিশেষ প্রতিবেদক : ইতিহাসের পাতায় থাকা খ্রিষ্টীয় আঠারো শতকের গোড়ার দিকের কলকাতাকে যদি একটা মৌচাকের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, সেই মৌচাকের শমিক মৌমাছিদের ভিড়ে তখন ইউরোপিয়ানদের পাশাপাশি বাঙালিরাও ছিলেন। আরো ভালো করে বললে, এরাই তখন এই চাক নির্মাণ করেছিলেন, এবং একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ইউরোপিয়ানদের তুলনায় সংখ্যার দিক থেকে এরাই তখন বেশি ছিলেন। তাই এখন যে কলকাতা শহরকে দেখতে পাওয়া যায়, সেটার বাজারই তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আলাদিনের যাদুদ্রাবীরে স্পর্শে নয়, বরং বাঙালীদের স্বৈদ ও শ্রমের ফলেই তৈরি হয়েছিল। কোম্পানির অধীনে তারাি তখন এই সদ্যটুঁমিষ্ট শহরের গাত্রীর কাজ করে একে লালনপালন করেছিলেন। তখন কলকাতা শহর রক্ষার কাজে যেমন, তেমনি এই শহর গড়ে তোলবার কাজে, নানা ধরনের রুটঝামেলার কাজে, এমনকি পার্বলিক রিশেপের কাজেও তারাই অগ্রগণ্য ছিলেন। আলোচ্য সময়ে তারাই কোম্পানির হয়ে খাজনা আদায় করেছিলেন, অন্যান্য বিদেশিদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন, কোম্পানির জন্য চাঁা পিটিয়েছিলেন, এমনকি আবার শহর পরিস্কার কারবার কাজও করেছিলেন। তবে কোম্পানি তখন এঁদের যে শ্রেণীবিভাগ করেছিল, সেই অনুসারে যদি এঁদের নাম করতে হয়, তাহলে এঁদের মধ্যে সবার আগে সেসব উকিলদের নাম নিতে হবে, যাঁরা তখন ইংরেজদের হয়ে এদেশের বিভিন্ন নবাবী দরবারে বিভিন্ন ধরনের কাঙ্কর্ম করতেন। আরো ভালো করে বললে, এদেশের কোথাও ইংরেজদের বাবসা করতে যাতে কোন রকমের অসুবিধা না হয়, এঁরা তখন এই কাজেরই উদারক করতেন। আর তাই তখন এঁদের মতেনও বেশ ভালো রকমের মিত, এবং কোম্পানির কর্মচারী-কুলপঞ্জীতে এরাই কুলীন বলে গণ্য হতেন। তাই এরা কোম্পানির কাছ থেকে শুধু মোটা অঙ্কের বেতন পেতেন না, একইসাথে শিরোপা

পুরোদস্তুর বাঙালি আমার বাবার কাছে সে ছিল বাই বিশ্বনার। তবু অপটু হাতেই বাবা ছুরি ধরলেন। গোড়াতে বেশ চলছিল। কিন্তু ডিম সেদ্ধটা কাটতে গিয়েই ঝামেলা পাকল। ফস করে ছুরি পিছলে অর্ধেকটা ডিম গিয়ে ছিটকে পড়ল পাশেই বসা এক মেমসাহেবের কাছে। তাতে বাবা তো লজ্জায় এক শেষ। মেমসাহেব অবশ্য পুরো ব্যাপারটি নিজেই সামলে নিয়েছিলেন। বাবা যত বার গল্পটা বলতেন, আমরা হাসতাম বটে, কিন্তু দেখতাম অত দিন বাদেও বাবার সলজ্জ ভাবটা যেন কাটেনি! আমাদের নিয়ে বাবা যে কতটা স্পর্শকাতর ছিলেন, বলে



বোঝানোর নয়! আমরা চার বোন। বাবা-মায়ের আদরের চার কন্যা। মেয়েসন্তান তো অনেকেরই পছংে দর নয়। ঠােরেঠােরে কেউ কেউ কথা শোনাতেন। কিন্তু সে সব বাবার কাছে গেলেই হল, এমন ভেড়ে উঠতেন যে, যিনিই বলুন, দ্বিতীয় বার কিছু বলার আগে ভেবে দেখতেন। তবে বাবার একজন পুত্র-সন্তানও ছিল। মানসপুত্র বলাই বলাই। তিনি গোয়েন্দাগবর কিরীটা রায়। সে পুত্র বাবার এতই প্রিয় ছিল যে, মহানায়ক উত্তমকুমারকেও এক বার বাবা কিরীটা চরিত্রে অভিনয় করার প্রবল ইচ্ছে থেকে বিরত করেন। সে কাণ্ডও শুনেছি বাবার কাছেই। ফিটেট গাড়ি থেকে নামলেন উত্তমকুমার। ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে কিং সাইজ সিগারেট। বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শেষ সুখটানটা দিয়ে পায়ে সিগারেট পিষে দিলেন রাষ্ট্রায়। বাড়িতে ঢুকে বাবার ঘরে গিয়ে এ-কথা সে-কাথের পর সটান ওঁর আর্জি, ‘ করতে চাই, সিনেমায়া।’’ কিরীটাতে এটাই মুগ্ধ ছিলেন উত্তমকুমার! কিন্তু বাবাকে সে দিন টলাতে পারেননি স্বয়ং মহানায়কও!

অজ্ঞাতে থকে মৃত্যুর কারণ বহু দিন বাবার মনের মধ্যে অস্বস্তির একটি বাতাবরণ তৈরি করত। বাবা লিখছেন, ‘ কালে আমার প্রথম যৌবনে জমিদারিবাড়ির নিষ্ঠুর হত্যা-রহস্যের সঙ্গে একাকার হয়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ‘ খুন’ রহস্য কাহিনি রচনা করতে।’’এই কাহিনি রচনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল কিরীটা রায়ের জগ। কিরীটা-জয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে যদি কাজ করে থাকে এ দু’টি কাহিনি, দ্বিতীয় কারণটি অবশ্যই গোয়েন্দা কাহিনি-লেখক পাঁচকড়ি দে। বাবার কথাতেই বলি, ‘ পাঁচকড়ি দে’র খানকয়েক রহস্য উপন্যাস পড়েও ক্রাইমজগতের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ঘটেছিল। কেবল পরিচয়ই নয়, মনের মধ্যে কিছুটা রোমাঞ্চও সৃষ্টি করেছিল। ... গোয়েন্দা-চরিত্রটির মধ্যে রীতিমতো যেন একটা রোমাঞ্চকর আকর্ষণ অনুভব করতাম।’’ তো, এই হল কিরীটার জন্ম-বৃত্তান্ত। বাবা যে কিরীটাকে সেলুলয়েডে আনতে চাননি, তা নয়। কিন্তু বাবা ভাবতেন, কেউ যদি এই চরিত্র করতে পারেন, তবে তিনি আজকের বংেদ্যাপাধ্যায়! অজিতেশবাবু অবশ্য জানতে পারেননি বাবার এই ইচ্ছের কথা! বাবার বর্ণনায় কিরীটা রায় যেমন, বাবা নিজেও অনেকটা ছিলেন তেমনই। মাথা ভর্তি কৈকডানো চুল, ব্যাকব্রাশ করা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাবার চুল আঁচড়ানোটা ছিল দেখার মতো। কিরীটার চোখে পুরু লেন্সের সেলুলয়েড চশমা। বাবারও তাই। উন্মাদবাড়ি ‘ ফ্রোে’ এক চিলতে একটি ঘর ছিল। বাড়িতে থাকলে, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে বাবা যুঝোতে যেতেন না। ওটাই বাবার লেখার সময়। খাওয়াদাওয়া সেরে মোজাইকের মেঝেতে শোনা যেত বাবার পায়ের খসখস শব্দ। সুইং ডোর ঠেলে বাবা ঢুকতেন সেই ঘরে। গায়ে গোল গলা গেঞ্জি, নয় বোতাম খোলা শাট।

ও ঘরের তিন দিকের দেওয়ালে কাঠের বুক সেক্ষা। ঠাসা বইপত্র। এক কোণে আমার মায়ের সেতারটি রাখা। খাখাঝোলা জাল্লাও ছিল। তার ফাঁক দিয়ে নজরে পাত একটি কলেজের গার্লস স্টেটো। বাবার ‘ কাহিনিতে যে হস্টেলের কথা আছে, এই হস্টেল সেটিই। চোয়ারটা টেনে বাবা খসতেন লেখার টেবিলে। ততক্ষণে ঘরের মেঝেয় আমরা চার বোন হযতো শুয়ে পড়েছি। বাবা লিখতে বসতেন। এমনিতে যে মানুষ গল্পগাছা করে কাটাতেন, লেখার

সময় আশেপাশে কোনও কথা তাঁর সইত না। চাপা স্বরে দু’একটা কথা বললেও বিরক্ত হতেন। বকা দিতেন। তার পরে অবশ্য ফের লেখা। কিরীটার সঙ্গে বাবার যেমন মিল, তেমন আবার ছিল অমিলও। কিরীটা গৌরবর্ণ। বাবার গায়ের রং খানিক তামাটে। কিরীটার উচ্চতা প্রায় সাড়ে ছ’ফুট। বাবা কবেশি পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। এমনিতে অসম্ভব রসিক মানুষ আমার বাবা। একটা ঘটনা বলি। আমার দুই মেয়ে চট্রিকা আর অমিড়রা তখন খুবই ছোট। বাবা এক দিন আদর করে দুই নাতনির জন্য শাড়ি কিনে আনলেন। অমিড়রা তা নিয়ে ভীষণ খুশি। কিন্তু কী ভাবে বাবা পেরা হত, তখনও সে জানত না। অগত্যা গেল, দাদুর কাছেই। অথো আধো গলায় তার আবাদর, ‘ দাও।’’

কলকাতা প্রেমিক পি টি নায়ার

কলকাতা জানতেই পারল না-৬৩ বছর ধরে যিনি শহরের ইতিহাস আগলে রেখেছিলেন, তিনি কবে বিদায় নিলেন। নভেম্বর ২০১৮। বাংলা তখন ব্যস্ত শোভন-বৈশাখীর মুখরোচক প্রেমকথায়। আর সেই ভিলের আড়ালেই, এক বৃহস্পতিবার, প্রেমের শহর কলকাতা হেঁটে চলে গেছেন এক সত্যিকারের কলকাতা-প্রেমিকা না, শহর আজও তাঁর খোঁজ রাখে না। অথচ তাঁর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে-কলকাতার অলিগলিতে, নথিতে, বইয়ের পাতায়। কলকাতা কি তার ভালোবাসার মানুষদের ভুলে যায়? পি টি নায়ার পুরো না পদমেশগর খরপ্পন নায়ার। বয়স আজ প্রায় নব্বই বছর। ১৯৫৫ সালে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে, কোরোলা থেকে মাদ্রাজ মেলে বিনা টিকিটে কলকাতায় এসেছিলেন চাকরির খোঁজে। পকেটে কুড়ি টাকা, সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট আর শটহ্যান্ড-টাইপিংয়ের সনদ। জানা। কলকাতাকে আপন করে নেওয়া এই প্রেমিকের তখন শহরে কোনো আপনজনই ছিল না। চাকরি জুটল ১২৫ টাকা মাইনের টাইপিষ্টের চিনে চলে, পায়ে হেঁটে ঘুরতে ভালোবাসতেন-এভাবেই শহরের অলিগলি চিনে নিলেন। চাকরিসূত্রে কয়েক বছর শিলাংগে থাকতে হলেও, ফিরে এসে ভবানীপুরের ৮২সি কাসারিপাড়া রোডে থিতু হলেন-আর নড়লেন না। ১৯৫৫ থেকে ২০১৮-৬৩ বছর। দেশ ভুলে আপন করলেন কলকাতকেই। কলকাতার ইতিহাস লিখবেন-এমন স্বপ্ন তখনও দেখেননি। লেখালিখির নেশা ছিল। নানা কাগজে লেখা পাঠাতেন, ছাপাও হত। পুরনো, নজরকাচা বাড়ি দেখলেই তার ইতিহাস জানার চেষ্টা করতেন। কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন। লেখার রসদ খুঁজতেই নিয়মিত যাতায়াত শুরু জাতীয় গ্রন্থাগারে-ভবানীপুরের বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিট হাটা পথ। গ্রন্থাগারে কলকাতার ইতিহাসের অঙ্গস্ব বই আর নথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁর মনে হলো-শহর নিয়ে অনেক লেখা হলেও, বহু তথ্যই অনালোচিত। সমসাময়িক পূর্ণপাত্রিকা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দলিল, বিদেশি অতিথিদের বিবরণ, পুরসভার নথি, এশিয়াটিক সোসাইটির কাগজপত্র আর শহরের রাস্তায় হাটতে হাটতেই জন্ম নেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে শুরু করলেন তিনি। ঠিক করলেন-কলকাতাই হবে তাঁর বাকি জীবনের ধ্যানজ্ঞান। তত দিনে বিয়ে হয়েছে, সন্তান এসেছে। স্ত্রী সীতাদেবী ম্বুলে পড়িয়ে সংসার সামলান। নায়ার একবেলা খেয়ে সারাদিন কটানি গ্রন্থাগার আর আর্কাইভে। বুকে শুধুই কলকাতা। সববাদপত্রের দরকারি খবর কেটে রাখতেন। ওয়েলিংটন, কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানগুলো তাঁকে চিনত-নতুন কিছু এলেই রেখে দিত এই ‘ তার’ জন। বন্ধুস্বজনের আড্ডায় অনাগ্রহী পুরোপুরি নিবেদিত কলকাতাচর্চায়। ফল? কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে ‘ History of Calcutta’s Streets’, পুরসভার ইতিহাস এশিয়াটিক সোসাইটির উনিশ শতকের প্রথমার্ধের Proceedings তিন খণ্ডে সম্পাদনা Calcutta Tercentenary Bibliography দুই খণ্ডে। সতেরো-আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতার বিবরণ, শহরের নামের উৎস(ক্রেশম)

সংবাদপত্র, পুলিশ, হাইকোর্ট, দক্ষিণ ভারতীয় গোষ্ঠী, জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস, জেমস প্রিন্সেপ ও বি এস কেশবনের জীবনী, এমনকি জব চার্নকে নিয়ে দুর্লভ রচনা-সর্বই তাঁর খুলিতে। তখন তাঁর বইয়ের সংখ্যা ৬২-প্রায় সবই কলকাতা-নির্ভর। কলকাতায় গান্ধীজিকে নিয়ে ৬৩তম বইটি প্রকাশের মুখে ছিল আজ তার অবস্থান অজানা। বিপুল কাজের স্বীকৃতি যেমন পেয়েছেন, তেমনি সমালোচনাও-‘ তকমা তখনও ছিল। প্রধান অভিযোগ, তিনি বাংলা পড়তে পারেন না। নায়ারের জবাব সোজা-ইংরেজি উৎসেই তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছেন। নিজেই তিনি ‘ তথ্য সংগ্রহক বলেই সন্তুষ্ট। ২০১৮ সালের ৩০ এপ্রিল পাঁচশি পূর্ণ করেন। শেষ দিন পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়েছেন। বহু আগেই দেশে ফেরার কথা ভেবেছিলেন, পারেননি-শহরটাকে অদ্ভুতভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। শেষমেশ, ২২ নভেম্বর ২০১৮-৬৩ বছর কলকাতায় কাটিয়ে তিনি ফিরে যান কোরোলা চণদমদলমে, নিজের বাড়িতে। তাঁর প্রায় ছ’হাজার বইয়ের অমূল্য সংগ্রহ কলকাতা টাউন হলে বিশেষ ছাড়াব্রের হয়ে উঠেছে-এমনই কথা ছিল। সংস্কারের জেরে বইগুলো তখন বন্ধ্যাবন্দী। আজ সেগুলোর খবরও কেউ জানে না। স্ত্রী সীতাদেবী এসেছিলেন কলকাতা-পাগল স্বামীকে ফিরিয়ে নিতে। এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সত্ৰভত চক্রবর্তী বিদায়

